শুল্কনীতির বিরুদ্ধে
দীর্ঘস্থায়ী মিত্রদের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো আমেরিকার মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত।"ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে সরব হলেন ২৭ দেশের সংযুক্ত মঞ্চ "ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন" প্রধান উরসুলা ভন দের।

চোখ খুললেই আজকের ফরিয়াদ, চোখ খুলে দেয় আজকের ফরিয়াদ

আজকের ফরিয়াদ

অবসরে সুনীতা
দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে মহাকাশ বিজ্ঞানের বহু মাইল ফলক স্পর্শের পর, বর্ণময় কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন বিশ্বখ্যাত ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়মস।

AJKER FARIAD, 19th Years, Issue 273 (as morning daily) 22 January 2026, Thursday, Agartala ● ৮ মাঘ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● Rs/- 5 ● পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮ ●Website : www.ajkerfariad.co.in Page-1

বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় 'রাজ্য পুরস্কার' অরিজিতকে

আজকের ফরিয়াদ, স্টাফ রিপোর্টার, ২১ জানুয়ারি ঃ স্কুলজীবন থেকে শুরু করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সর্বত্রই 'ছাত্র অরিজিত' দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। গবেষণার কাজেও তিনি রাজ্যের মান উজ্জ্বল করেছেন বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানে। এবার ড. অরিজিত দাস রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসে বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর কাজ সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রগতির প্রসারে এই পুরস্কার প্রাপ্তি বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্রছাত্রীসহ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উৎসাহিত করেছে। এদিন পড়ন্ত বিকেলে কলেজ প্রাঙ্গণেই তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনার পাশাপাশি সবাই তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। (এরপর সাতের পৃষ্ঠায়)

বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায়

মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন "উদ্ভাবন ও গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্ব ও অবদানের জন্য এ বছরের বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত কার্যক্রমে রাজ্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ড. অরিজিত দাস। বীরবিক্রম মেমোরিয়াল মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত ড. দাস ইতোমধ্যেই তাঁর গবেষণার মাধ্যমে একাধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি শুধু রাজ্যেই নন, বিশ্বের বিজ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ পরিমণ্ডলেও এক সুপরিচিত নাম। পূর্ণরাজ্য দিবসের মঞ্চে ড. দাসকে সম্মানিত করতে পেরে আমরা গর্বিত।"

অনেকেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য, ড. অরিজিত দাসের জন্ম ১৯৭৮ সালের ১৪ মার্চ। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের কাছারঘাটে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা প্রয়াত অনিল রঞ্জন দাস এবং মাতা সুলেখা দাস। ড. দাস মূলত একজন রসায়ন শিক্ষাবিদ, বিশেষ করে একজন অজৈব রসায়নবিদ।

বর্তমানে ড. দাস আগরতলাস্থিত বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান এবং অজৈব রসায়নে সহযোগী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত। তিনি ১৯৯৮, ২০০১ এবং ২০০৮ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে বিএসসি, এমএসসি এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিজ্ঞান বিভাগের ডিন ও ভিসি-ইনচার্জ অধ্যাপক এম. কে. সিং-এর মূল্যবান নির্দেশনায় এপ্রিল ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত "সিনথেটিক অজৈব ল্যাবরেটরি"-তে স্নাতকোত্তর গবেষণা সম্পন্ন করেন। তিনি ২০১১ সালের জানুয়ারিতে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে অবস্থিত সরকারি ডিগ্রি কলেজে রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। পিএইচডি করার সময় তিনি ২০০২—২০০৪ সাল পর্যন্ত দুই বছরের জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পিএমএলপিএম' গবেষণা ফেলোশিপ লাভ করেন। সরকারি ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি যথাক্রমে ২০১৩—২০১৫ এবং ২০২২—২০২৫ মেয়াদে ভারত সরকার, নতুন দিল্লির অধীন ৪৬ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের দুটি এসইআরবি—ডিএসটি গবেষণা প্রকল্পের প্রধান তদন্তকারী ছিলেন। ড. দাস ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে 'আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি'র মনোনীত সদস্য। ড. দাস ৬৫টিরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন, ২২টি শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন এবং জৈব, অজৈব ও ল্যাবরেটরি রসায়ন শিক্ষার ক্ষেত্রে ৪০টি সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। তিনি ২০১১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ৬টি উন্নত ইউজি সবুজ ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রস্তাব দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি ২টি এআই-ভিত্তিক বিনামূল্যের শিক্ষামূলক সরঞ্জাম চালু করেছেন। তিনি ৩টি বই লিখেছেনএর মধ্যে একটি ইংল্যান্ড থেকে এবং একটি জার্মানি থেকে প্রকাশিত। এই বইগুলো বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সুচিত হয়েছে, যেমনম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন (যুক্তরাজ্য), স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য), হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।এর আগে ড. দাস তাঁর উদ্ভাবন ও গবেষণার জন্য কপিরাইট অফিস, ভারত সরকার (২০১৮—২০২৪); আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি; ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি (২০১৫); ফেডারেশন অফ আফ্রিকান সোসাইটিজ অফ কেমিস্ট্রি (২০১৮); ইআরআইসি ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন সায়েন্সেস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ (২০১৩—২০২১); দ্য ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ এডুকেশনাল রিসার্চ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (২০১৮); লেডি স্টিফেনসন লাইব্রেরি, যুক্তরাজ্য (২০১৯); সিটি কলেজ অফ নিউ ইয়র্ক (২০১৭ ও ২০১৮) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

ড. দাস ৬ মে ২০২১ থেকে 'উইকিএডুকেটর'-এর নিয়মিত লেখক। তিনি নিউজিল্যান্ডভিত্তিক উইকিএডুকেটরে ৩৪টি অধ্যায় রচনা করেছেন।